

স্কুল ব্যাংকিং



২০১০
সালে
ঘোষণা

বর্তমানে
মোট হিসাব
সংখ্যা

৯৪,৭৯১টি

বর্তমানে
হিসাবগুলোতে
জমা হয়েছে

৬১২ কোটি
টাকা

স্কুল ছাত্রছাত্রীর সঞ্চয় ৬১২ কোটি টাকা

মনজুর আহমেদ ●

ব্যাংকে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এখন জমা আছে ৬১২ কোটি টাকা। এই টাকা তারা জমা রেখেছে নিজেদের নামে খোলা হিসাবে। এ জন্য এখন পর্যন্ত স্কুলশিক্ষার্থীরা খুলেছে সাত লাখ ৯৪ হাজার ৭৯১টি ব্যাংক হিসাব।

অথচ গুরুটা হয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের ছোট একটা নির্দেশনার মাধ্যমে, মাত্র চার বছর আগে। ২০১০ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিংয়ের জন্য নিয়মাবলি জানিয়ে একটি সার্কুলার জারি করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল সঞ্চয়ের মাধ্যমে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। এর পরের চার বছরে এর বিস্তৃতি রীতিমতো বিস্ময়কর।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্কুল ছাত্রছাত্রীদের হিসাব খুলতে একটা নীতিমালাও তৈরি করে দেয়। স্কুল ছাত্রছাত্রীরা সেই নীতিমালা অনুসারে মাত্র ১০০ টাকা জমা করে নিজের নামে হিসাব খুলতে পারছে। এসব হিসাব সাধারণ চলতি হিসাবেও রূপান্তরের সুযোগ আছে। কোনো কোনো ব্যাংক আলাদা কাউন্টার বা ডেস্ক খুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য এখন এ সেবা দিচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

স্কুল ছাত্রছাত্রীর সঞ্চয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এমনকি ব্যাংকগুলো কোনো এক নির্ধারিত দিনে স্কুলে গিয়েও শিক্ষার্থীদের হিসাব খুলে দিচ্ছে।

নিয়মটা হচ্ছে এ রকম, ছয় থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীরা স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে পারবে। ছাত্রছাত্রীর পক্ষে পিতা-মাতা বা আইনগত অভিভাবক হিসাবটি পরিচালনা করবেন। সাধারণ হিসাব খুলতে যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পাঠানো ফরম রয়েছে, সঙ্গে আছে একটি গ্রাহক পরিচিতি (কেওয়াইসি) ফরম। সেগুলো পূরণ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্ম নিবন্ধন সনদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র জমা দিতে হবে।

রাজধানীর কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সানজিদা সুলতানার এ রকম একটি হিসাব রয়েছে বেসরকারি এনসিসি ব্যাংকে। সানজিদা প্রথম আলোকে বলল, 'আমি টাকা জমাচ্ছি ভবিষ্যতে নিজের পড়ার খরচ নিজেই চালাব, বাবা-মায়ের কাছ থেকে কোনো অর্থ নেব না বলে।' গত কোরবানি ঈদে যে টাকা সেলামি পেয়েছে, তা নিজেই ব্যাংকে গিয়ে জমা করেছে সানজিদা। আর তা জমা করতে গিয়ে সানজিদা ব্যাংকিং নিয়মগুলোও শিখছে বলে জানায়।

সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের (এসআইবিএল) মোহাম্মদপুর শাখা স্থানীয় কিশলয় স্কুলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যাংক হিসাব খোলার এমন আয়োজন করেছিল। উদ্যোগটি সফল হওয়ায় এবার তাঁরা পাশের মাদ্রাসায় স্কুল ব্যাংকিং নিয়ে যাবেন বলে জানালেন শাখা ব্যবস্থাপক জিয়াউর রহমান মজুমদার।

এসআইবিএলের এ শাখায় হিসাব রয়েছে ধানমন্ডির মাস্টারমাইন্ড

সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশের স্কুলশিক্ষার্থীরা ব্যাংকগুলোতে যে সাত লাখ ৯৪ হাজার ৭৯১টি হিসাব খুলেছে, তাতে জমার পরিমাণ ৬১১ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। কেবল শহরে নয়, গ্রামেও স্কুল ব্যাংকিং জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। গ্রাম এলাকার ব্যাংকগুলোতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা খুলেছে তিন লাখ ১৭ হাজার হিসাব। আর শহরে খুলেছে চার লাখ ৭৬ হাজার হিসাব।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের নাম অক্ষুর। ঢাকার বাইরে যশোরের সাতটি স্কুলেও স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালাচ্ছে তারা। মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে ব্যাংকের যশোর শাখার ব্যবস্থাপক আবদুর রশিদ বলেন, ইতিমধ্যেই ছয়-সাতটি স্কুলের দেড় হাজারের বেশি শিক্ষার্থী তাদের শাখায় ব্যাংক হিসাব খুলেছে।

এদেরই একজন অনিয়া আক্তার। যশোর মিউনিসিপ্যাল প্রিপারেটরি উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। প্রথম আলোকে অনিয়া বলল, 'আমাদের স্কুলে গেছিল, বলল টিফিনের টাকা, টুকটাকি টাকাপয়সা জমা দেওয়া যাবে। তখন আমি একটা একাউন্ট খুলে ফেলি।' টাকা জমিয়ে সে কী করতে চায়, জবাবে আশা বলে, 'আমি সায়েন্সের ছাত্রী, অনেক সময় হঠাৎ টাকা লাগে। তা ছাড়া আমি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাই, তখন যদি আমার পরিবার টাকা না দিতে পারে, তাই জমাচ্ছি।'।

স্কুলশিক্ষার্থীদের এসব হিসাবে যে কেউ টাকা জমা রাখতে পারে। কিন্তু টাকা তুলতে পারবে নমিনি হিসাবে থাকা বাবা অথবা মা। তবে স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটেড টেলার মেশিন) লেনদেনের জন্য এটিএম কার্ডও নিতে পারে শিক্ষার্থী। তার জন্য অবশ্য নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ সঞ্চয়

অভিভাবকেরা সেসব ব্যাংকে অনলাইনেই এসব হিসাব থেকে বেতন-ফি পরিশোধ করতে পারছেন। এটিএম কার্ডেও এটা পরিশোধ করা যাচ্ছে। ফলে দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে অভিভাবকদের স্কুলে বেতন-ফি দিতে হচ্ছে না। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, তিন হাজার ৯৪৯টি স্কুলে ব্যাংক হিসাবগুলো থেকে বেতন-ফি পরিশোধ করা হয়েছে।

এর আগেও দু-একটি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং চালুর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সঠিক নীতিমালা না থাকায় তা সফল হয়নি। কিন্তু এবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমান উদ্যোগ নিয়ে স্কুল ব্যাংকিংয়ের জন্য নীতিমালা তৈরি করে দেন। জানতে চেয়েছিলাম স্কুল ব্যাংকিংয়ের এখন পর্যন্ত যে অর্জন, তিনি তা কীভাবে দেখছেন। জবাবে তিনি বলেন, 'ব্যাংকিং বিষয়টির সঙ্গে সবাইকে পরিচিত করতে চেয়েছিলাম, তখন পাঠ্যপুস্তকে তা তুলে ধরার বিষয়টি এসেছিল। গুরুত্ব পায় হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার। তারপরই সিদ্ধান্ত নিই।' এতে কোমলমতি

ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই সঞ্চয়ে অভ্যস্ত হতে পারবে, আমানতকারী হতে পারবে বলে উল্লেখ করেন আতিউর রহমান। তিনি আরও জানান, ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করা হয়েছে, লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, আবার প্রতি তিন মাস পর পর্যালোচনাও করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্র বলছে, স্কুলশিক্ষার্থীদের ব্যাংক হিসাবগুলো থেকে উত্তোলন হয় কম। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিসাবে ব্যাংকে স্থিতির পরিমাণ প্রায় ৬১২ কোটি টাকা হলেও এখন পর্যন্ত উত্তোলন হয়েছে ১৯৫ কোটি টাকা। সব মিলে হিসাবগুলোতে লেনদেন হয়েছে ৮০৭ কোটি টাকার

স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মাহদিন জামানের। তার এই ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার টাকা। এ টাকা থেকে নিজের জন্য একটি কম্পিউটার কেনার ইচ্ছা তার। গত কোরবানি ঈদের পরই হিসাবটিতে ১১ হাজার টাকা জমা হয়েছে। এই টাকা মাহদিনের পাওয়া ঈদের সেলামি।

রাখতে হবে শিক্ষার্থীকে। আর ১৮ বছর বয়স হলে সব শিক্ষার্থীই টাকা তুলতে পারবে। হিসাবগুলোয় সরকারি ফি ছাড়া অন্য কোনো সেবা মাগুল ব্যাংকগুলো নেয় না।

স্কুল ব্যাংকিংয়ে রয়েছে নানা সুবিধা। স্কুলশিক্ষার্থীদের হিসাব থেকে বেতন-ফি পরিশোধও হচ্ছে। যেসব ব্যাংকে ইন্টারনেট ব্যাংকিং আছে,

বেশি অর্থ। ড. আতিউর রহমান বলেন, 'এতেই বোঝা যায় ব্যাংকগুলোর জন্যও এটা ইতিবাচক হয়েছে। একটা বড় অঙ্কের আমানত অনেক দিন ধরে ব্যাংকে থাকবে। সার্বিকভাবে ব্যাংকের আর্থিক স্বাস্থ্যের জন্য এটা খুবই ইতিবাচক। একই সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।'